দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ : 21 JAN 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষা নির্বিঘ্ন করতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে সরকার

—তথ্যমন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার সময় বিএনপি জোটের অবরোধ অব্যাহত থাকলে প্রশাসন 'সর্বোচ্চ ক্ষমতা' প্রয়োগ করবে বলে হুঁশিয়ার করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আগামী ২ ফেব্রুয়ারি লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দেবে। নতুন বছরে ক্লাস শুরু হয়েছে। খালেদা জিয়ার বেরহম কর্মসূচি এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ কয়েক কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে। তিনি বলেন, পরীক্ষার কয়দিন আন্দোলন বন্ধ রাখলে বেগম জিয়ার ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত ভেস্তে যাবে না। রাজনৈতিক দলগুলোকে পরীক্ষার সময় এই কর্মসূচি বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, স্থগিত করা না হলে প্রশাসন সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। কী ধরনের ক্ষমতা প্রশাসন পৃঃ ২ কঃ ৬

এসএসসি পরীক্ষা নির্বিঘ্ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রয়োগ করবে জানতে চাইলে ইনু বলেন, আইনে যা আছে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে, গ্রেফতার করা হবে। সেক্ষেত্রে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকেও গ্রেপ্তার করা হবে কি না- এমন প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, তা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। ৫ জানুয়ারি থেকে নাশকতা ও সহিংসতায় এ পর্যন্ত কতজনের মৃত্যু হয়েছে জানতে চাইলে সংবাদ সম্মেলনে তথ্যমন্ত্রী বলেন, এ পর্যন্ত ২৭ জন মারা গেছেন। প্রশাসনকে কঠোর হওয়ার কথা ভাবতেই হবে। নাশকতা ও চোরাগোপ্তা হামলা বন্ধে সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে- এমন প্রশ্নে ধৈর্য্য ধরার পরামর্শ দেন হাসানুল হক ইনু। সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে তিনি আরও বলেন, চোরাগোপ্তা হামলা একটি কঠিন সমস্যা। তবে প্রশাসন এ বিষয়ে দক্ষতা রাখে। একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে, চোরাগোপ্তা হামলা বন্ধ করতে আমরা সমর্থ হবো।

তিনি বলেন, কৃষকের ফসল ক্ষেতে নষ্ট হচ্ছে, রফতানি পণ্যের শিপমেন্ট বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ যেন ছাত্রছাত্রী, কৃষক শ্রমিক, শিল্প উদ্যোক্তা, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার যুদ্ধ। খালেদা জিয়ার ভুল রাজনীতি জনগণ গ্রহণ না করায় তিনি এখন জনগণের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন সোমবার অবরোধ অব্যাহত রাখবে বলে মূলত আগুন দিয়ে গণতন্ত্র পোড়ানোর কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। প্রমাণ হলো, তিনি যে ৫ জানুয়ারিকে কেন্দ্র করে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি এবং ঘোলা জলে মাছ শিকারের পরিকল্পনা করেছিলেন সে পথ থেকে তিনি সরে আসেননি। বেগম জিয়াকে আগুন দিয়ে খেলা বন্ধ করে মনে জনগণের জন্য একটু মায়া-করুণা-রহম আনার আহ্বান জানিয়ে ইনু বলেন, বেগম জিয়াকে সন্ত্রাস-নাশকতা-অন্তর্ঘাত-সহিংসতা-ধ্বংসাত্মক রাজনীতির পথ ও যুদ্ধাপরাধী-জঙ্গিবাদীদের সাথে দোস্তি ছেড়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসার জন্য 'গণতন্ত্রের গেট পাস' সংগ্রহ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় যৌথবাহিনী নামানো হচ্ছে কি না জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, যৌথবাহিনী গঠন করার প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক আইন আছে। যৌথবাহিনী গঠন করা যায়, অভিযানও চালানো যায়। বিভিন্ন দেশে যেখানে নাশকতা হয় সেখানে বিভিন্ন বাহিনী সময়ে সময়ে একসঙ্গে কাজ করে, যৌথবাহিনীও আইনের মধ্যে কাজ করে। ক্ষেত্র বিশেষ বিভিন্ন এলাকায় যৌথবাহিনী কাজ করে। বাংলাদেশের ৪২ বছরের ইতিহাসে এটা নতুন কাজ নয়।

আওয়ামী লীগের লোকজনই গাড়িতে পেট্রোল বোমা মারছে বলে গত সোমবার খালেদা জিয়ার বক্তব্যের বিষয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি আওয়ামী লীগের ওপর সব কিছুর দায় চাপিয়েছেন, হাতেনাতে যেসব লোক ধরা পড়েছে সব বিএনপি-জামায়াতের লোক, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান মিথ্যাচারকে শিল্পে পরিণত করেছেন। বিএনপির গুলশান কার্যালয় মিথ্যাচার তৈরির কারখানা।

হাসানুল হক ইনু বলেছেন, খালেদা জিয়া নিজেই বিএনপিকে সন্ত্রাসবাদী ও নাশকতার দলে পরিণত করেছেন। এটা জেনেশুনে যারা বিএনপির সাথে সংলাপের কথা বলছেন তারা কি বিএনপিকে তাদের ভুল রাজনীতিতেই উৎসাহিত করার কোন দায়িত্ব নিয়েছেন? আগে নাশকতা বন্ধের গ্যারান্টি দিতে হবে, গণতন্ত্র ও জঙ্গিবাদ একসাথে চলতে পারে না।

বিভিন্ন স্থানে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, আমরা যতটা জানি আইন বহির্ভূতভাবে কোন কর্মকর্তা এটা করেনি। তারা ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে।